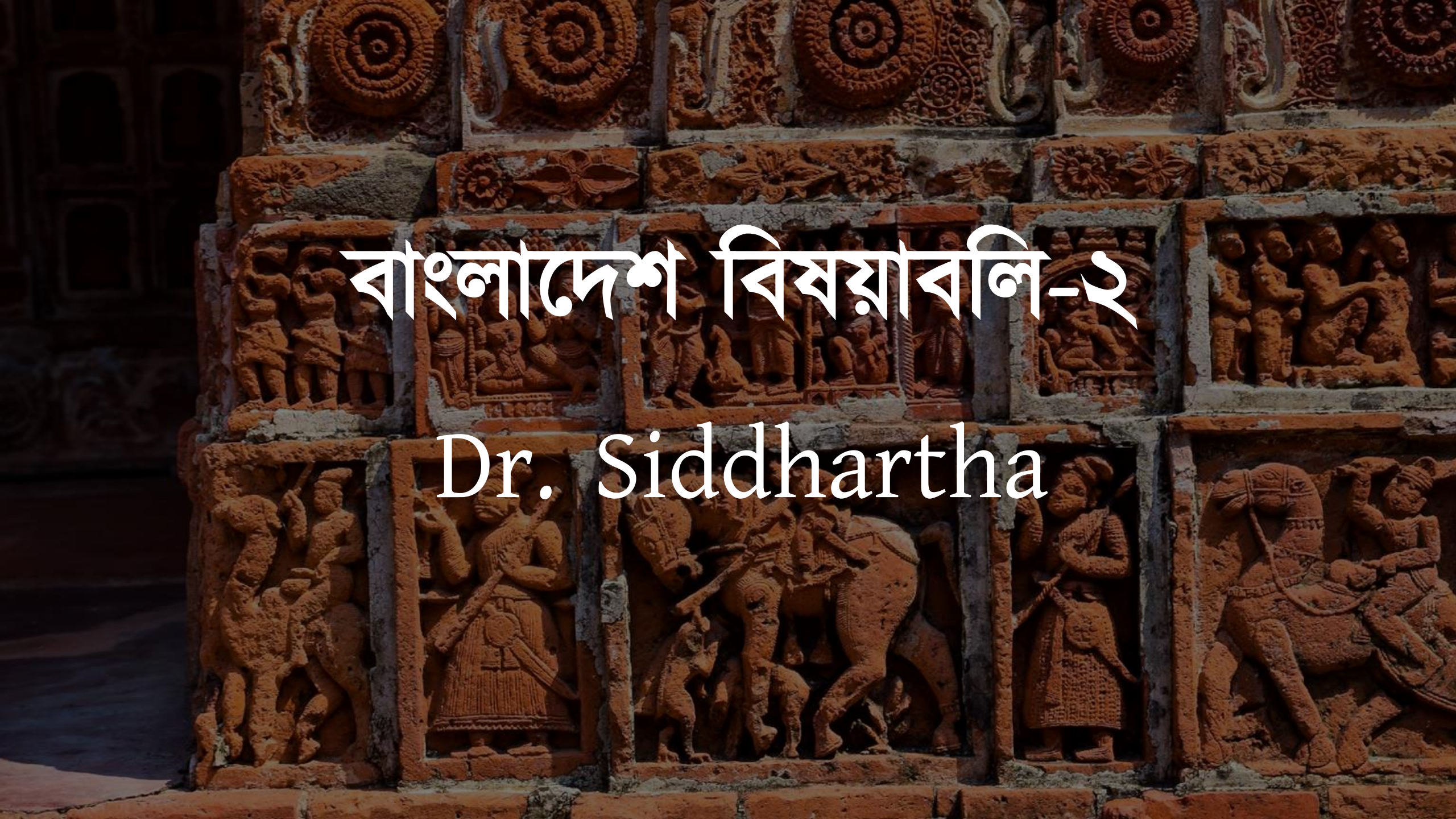

বাংলাদেশ বিষয়াবলি-২

Dr. Siddhartha

আলোচ্য বিষয়াবলি

- উপমহাদেশ/বাংলায় ভ্রমণকারী পরিব্রাজক
- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ও সুলতানি আমল

গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস আসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়

- গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে ভারতে আসেন- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়
- **মেগাস্থিনিস এর গ্রন্থ- ইন্ডিকা**
- তিনি একজন ভূগোলবিদ
- তবে তিনি বাংলায় আসেননি।

ফা হিয়েন: (চীনা পরিব্রাজক)

- গুপ্ত বংশের শাসক ২য় চন্দ্রগুপ্তের আমলে
- বাংলায় ভ্রমণকারী প্রথম পর্যটক
- বিখ্যাত গ্রন্থ: ফো কুয়ো কিং

হিউয়েন সাং: চীনা পরিব্রাজক

- ৬৩০ সালে হর্ষবর্ধন এর শাসনকালে আসেন।
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শীলভদ্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।
- ৭ম শতকে তিনি সমতটে আসেন।

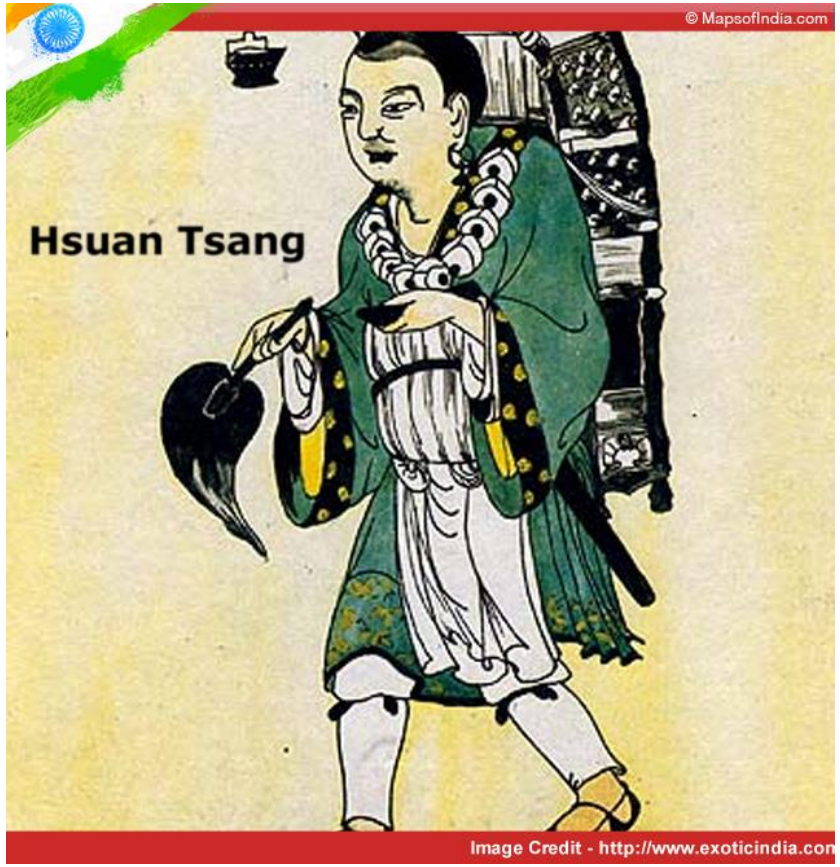

ইবনে বতুতা: মরক্কোর অধিবাসী

- ১৩৪৬ সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ এর শাসনামলে ইবনে বতুতা সোনারগাঁওয়ে আসেন।
- দিল্লির সম্রাট ছিলেন মোহাম্মদ বিন তুঘলক।

- বাংলার ধনসম্পত্তি দেখে ইবনে বতুতা বলেছিলেন ‘দোজখ ই পুর নিয়ামত’ (ধনসম্পদে পূর্ণ দোজখ)।
- বাংলায় প্রথম ভ্রমণ – সাদকাও/চাটগাঁও
- গ্রন্থ – কিতাবুল রেহালা (সফরনামা) (গ্রন্থ সংকলক– ইবনে জুযাই)

মা হুয়ান (চীনা পরিব্রাজক)

- তিনি ১৪০৬ সালে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের আমলে উপমহাদেশে আসেন।
- তার সহযোগী ছিলেন গং জেন।

নিকল দ্য কন্টি

ভেনিস, ইতালি র নাগরিক।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হয়ে তিনি বাংলায় আসেন।

নিকল দ্য কন্টি বর্ণিত ‘সেরনোভা’ কে অনেকে সোনারগাঁও ও ‘বুফেতানিয়া’ কে চট্টগ্রাম বলে শনাক্ত করে থাকেন।

প্রাচীন বাংলা/ভারতে আগমনকারী পর্যটক

পর্যটক	দেশ	তৎকালীন রাজা/সম্রাট	গ্রন্থ	গমনকাল
মেগাস্থিনিস তিনি একজন ভূগোলবিদ	গ্রিস	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ইন্ডিকা	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে
ফা-হিয়েন (বাংলায় ভ্রমণকারী প্রথম পর্যটক)	চীন	২য় চন্দ্রগুপ্ত	ফো কুয়ো কিং	৩৮০-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ
হিউয়েন সাঙ	চীন	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি	৬৩০-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাচীন বাংলা/ভারতে আগমনকারী পর্যটক

পর্যটক	দেশ	তৎকালীন রাজা/সম্রাট	গ্রন্থ	গমনকাল
নিকল দ্য কন্টি	ইতালি			১৪২০ - ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দ
ইবনে বতুতা -বাংলার ধনসম্পত্তি দেখে বলেছিলেন 'দোজখ ই পুর নিয়ামত'(ধনসম্পদে পূর্ণ দোজখ)। -সোনারগাঁয়ে আসেন	মরক্কো	বাংলায়: ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (সোনারগাঁ) ভারতে: মোহাম্মদ বিন তুঘলক	কিতাবুল রেহালা (সফরনামা)	বাংলায়: ১৩৪৬ ভারতে: ১৩৩৩
মা-হুয়ান ও গং জেন	চীন	গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ		

কোন ব্যক্তি বাংলাদেশকে ‘ধনসম্পদপূর্ণ নরক’ বলে অভিহিত করেন?

- ফা হিয়েন
- ইবনে বতুতা
- হিউয়েন সাং
- ইবনে খালদুন

মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন?

- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- সমুদ্রগুপ্ত
- অশোক
- ধর্মপাল

বাংলায় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক কে?

- হিউয়েন সাং
- ফা-হিয়েন
- জেন ডং
- ইউয়েন সাং

ইবনে বতুতা কত সালে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন?

- ৬০৫ সালে
- ১১৪৬ সালে
- ১২৪৬ সালে
- ১৩৪৬ সালে

প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

মহাস্থানগড়। পূর্ব নাম: পুণ্ড্রনগর (পুন্ড্র শব্দের অর্থ ইক্ষু)

- অবস্থান: বগুড়া থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে।
- পুরাকীর্তি আছে: মৌর্য ও গুপ্ত বংশের।
- আবিষ্কারক: কানিংহাম (১৮৭৯ সাল)
- বিখ্যাত স্থান:
  - ভাসু বিহার
  - বৈরাগীর ভিটা
  - গোবিন্দ ভিটা
  - খোদার পাথর ভিটা
  - বেহুলার বাসর ঘর
  - পরশুরামের ভিটা
  - শাহ সুলতান বলখীর মাজার

মহাস্থানগড় শিলালিপি
(ভারতের অন্যতম প্রাচীন শিলালিপি)

মহাস্থানগড় শিলালিপি হলো বাংলাদেশ তথা ভারতের অন্যতম প্রাচীন শিলালিপি । **আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের সময়ে** মহাস্থানগড় শিলালিপিটি তৈরি হয়। মহাস্থানগড় শিলালিপিতে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার করা হয়েছে।

মহাস্থানগড়ে শাহ সুলতান বলখী'র মাজার অবস্থিত

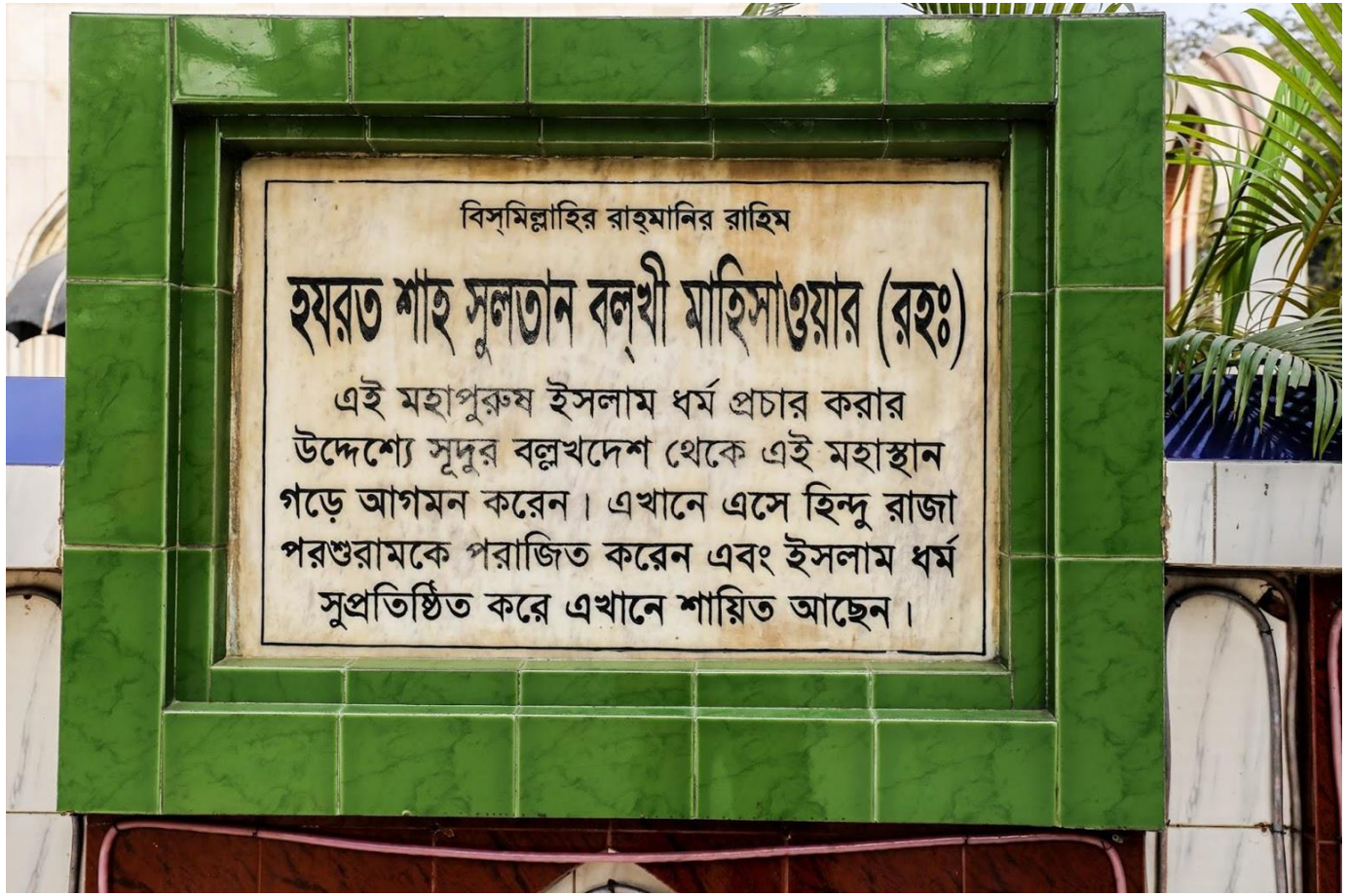

খোদার পাথর ভিটা (পাল আমলে নির্মিত)

বৈরাগীর ভিটা

(রোজা কর্তৃক মুনি, ঋষি বা বৈরাগীর সেবা করা হত বলে স্থানটি নাম বৈরাগীর ভিটা)

বগুড়ার ভাসু বিহার

চিশ্‌তী
সোনার তরী
পরিবহন
নওগাঁ ট্রাভেলস্
অত্যাধুনিক হিনো চেয়ার কোচ সার্ভিস
মিরপুর-১
কল্যাণপুর
আব্দুল্লাপুর
০১৭১৭-৮২১৭৭৫, ০১৭১৮-৪০৫৩৩১, ০১৭২৫-৮২০৬৫১
নওগাঁ ট্রাভেলস্

পাহাড়পুর (সোমপুর বিহার)

- **একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার**
- অবস্থান: নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানার পাহাড়পুর গ্রামে
- যে নদীর তীরে: আত্রাই, নওগাঁ
- **নির্মাতা: ধর্মপাল**
- **যে যুগের নিদর্শন: পাল যুগের**
- **নির্মাণকাল: ৮ম শতক**
- বিখ্যাত নিদর্শন: সত্য পীরের ভিটা, জগদ্দল বিহার

পাহাড়পুর (সোমপুর বিহার)

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

এবং উপমহাদেশের বড় বিহার।

বাগদাদের খলিফা হারুন অর রশিদের আমলের

রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে এখানে।

পূর্বভারতে জরিপ কাজ পরিচালনাকালে ১৮০৭ সালে **বুকানন হ্যামিল্টন** সর্ব প্রথম **পাহাড়পুর** প্রত্নস্থলটি পরিদর্শন করেন।

পাহাড়পুর প্রত্নস্থলটির খনন কাজ: রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২৫-২৬)

আবিষ্কারক ও খননকাজ বিতর্ক!

- মহাস্থানগড়
  - আবিষ্কারক: কানিংহাম
- সোমপুর বিহার
  - ১ম পরিদর্শন: বুকানন হ্যামিল্টন
  - আবিষ্কারক: কানিংহাম
  - খননকাজ: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়পুর (সোমপুর বিহার)

- বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি: ১৯৮৫ – UNESCO
- প্রাপ্ত তাম্রলিপি: গুপ্ত যুগের

জগদ্দল বিহার (নওগাঁ)

নির্মাতা: রামপাল

ঐতিহাসিক হলুদ বিহার নওগাঁ

Naogaon

Cumilla

8 hr 57 min (342.7 km) via N1

Directions

ময়নামতি

পূর্ব নাম: রোহিতগিরি

অবস্থান: শালবন বিহার, কোটবাড়ি, কুমিল্লা

নামকরণ: রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামে

শালবন বিহার নির্মাণ করেন: শ্রী ভবদেব

যে সভ্যতার নিদর্শন: বৌদ্ধ সভ্যতা

ময়নামতির বিখ্যাত পুরাকীর্তি (সকল মুড়া ও আনন্দ)

- আনন্দ বিহার
- আনন্দ রাজার দীঘি
- কোটিল্য মুড়া
- রূপবান মুড়া
- ইটাখোলা মুড়া
- ভোজ বিহার

আনন্দবিহার: ময়নামতি

রূপবান মুড়া (ময়নামতি)

১ দিনে ৫ টি জায়গা
নরসিংদী
সম্পূর্ন ভ্রমণ গাইড
M R L U X S U
নরসিংদী
NARSINGDI

উয়ারী বটেশ্বর: মাটির নিচে প্রাচীন নগর

উয়ারী বটেশ্বর

- অবস্থান: **নরসিংদীর বেলাব উপজেলার** উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ বা কয়রা নদীর তীরে।
- নির্মাণকাল: ৪৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে [২৫০০ বছর আগে]
- নদী বন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র
- আবিষ্কৃত হয়: বৌদ্ধ পদ্ম মন্দির বা লোটাস টেম্পল
- বিকশিত হয়েছিল: পুঁতি তৈরির কারখানা

উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব জনসম্মুখে প্রথম তুলে ধরেন: মুহম্মদ হানিফ পাঠান নামের স্কুল শিক্ষক (১৯৩০)

উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রাহক

হাবিবুল্লা পাঠান, উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রাহক, তার ব্যক্তিগত প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর ও গ্রন্থাগার, বটেশ্বর, নরসিংদীতে।

পিছনে তার পিতা হানিফ পাঠানের বাঁধানো ছবি দেখা যাচ্ছে, যিনি ছিলেন উয়ারী - বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করার পথ - প্রদর্শক।

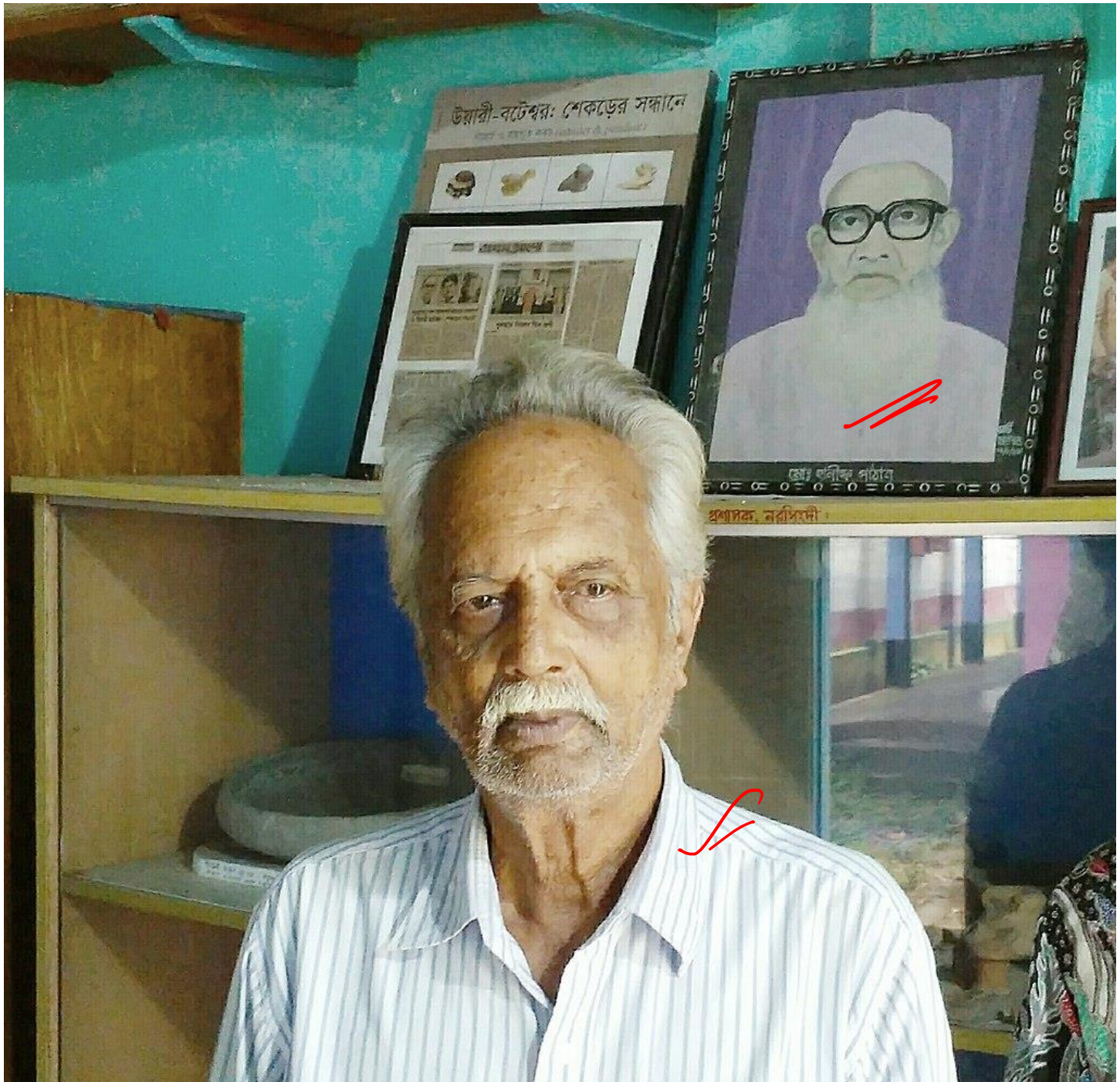

Narsingdi

Munshiganj

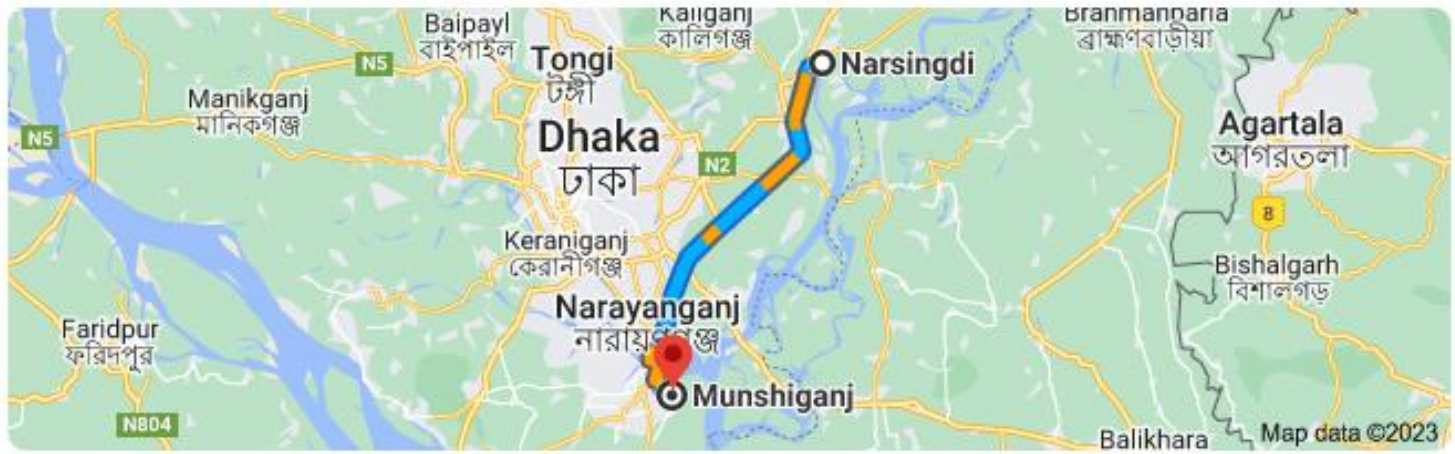

2 hr 10 min (54.6 km) via R114

Directions

বজ্রযোগিনী

(বৌদ্ধ তন্ত্র ইষ্ট দেবতা)

- অবস্থান: বিক্রমপুর [বর্তমান মুন্সিগঞ্জ]

বজ্রযোগিনী গ্রাম:

অতীশ দীপঙ্করের

জন্মস্থান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি: বিবিসি বাংলার জরিপে ১৮ নম্বরে অতীশ দীপঙ্কর

নাস্তিক পন্ডিত!

- "উনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তৎকালীন বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় ওনাকে নাস্তিক হিসাবে অভিহিত করা হয়। যেহেতু বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।"

বিহারে নালন্দা বৌদ্ধবিহার: নালন্দায় কিশোর বয়সে শ্রমণ হিসাবে দীক্ষা নেন দীপঙ্কর এবং সেখানে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

বিক্রমপুর

- প্রাক-মধ্যযুগে ছিল সমতট ও বঙ্গের রাজধানী

মুঘল আমলের ইদ্রাকপুর দুর্গ

ইদ্রাকপুর দুর্গ

- মুঘল রাজধানী শহর ঢাকা অভিমুখে জলপথে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অগ্রগতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে দুর্গটি নির্মিত হয়। এটি বাংলার মুঘল সুবাহদার মীরজুমলা কর্তৃক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত।

সুলতানী আমলের সাধক বাবা আদম শহীদ মাজার

দিনাজপুরে যাই লিচু খেতে

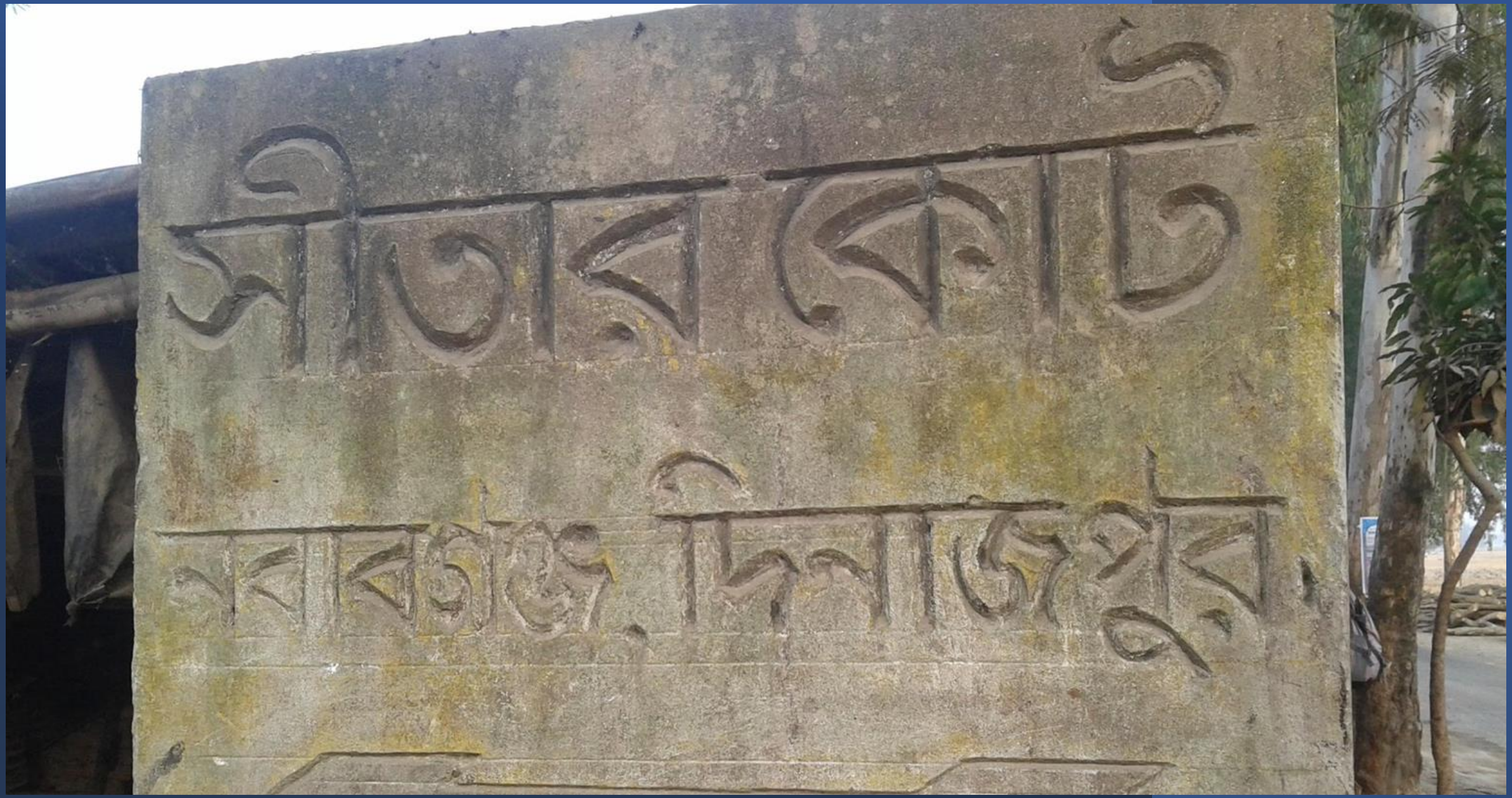
সীতার কোট
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

সীতাকোট বিহার: বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

সীতাকোট বিহার বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধ বিহার।

কান্তজীর মন্দির: দিনাজপুর

কান্তজীর মন্দির

তৎকালীন মহারাজা জমিদার প্রাণনাথ রায় এই মন্দিরের নির্মাণ শুরু করেন। কান্তজীর মন্দিরটি ৭০ ফুট উঁচু ছিলো কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্তমানে এর উচ্চতা ৫০ ফুট। বর্গাকার এই মন্দিরের বাইরের দেয়ালজুড়ে প্রায় ১৫,০০০ টেরাকোটা টালি বা পোড়ামাটির ফলকে লিপিবদ্ধ আছে মহাভারত, রামায়ণ এবং বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর ঘটনার চিত্ররূপ। তিন ধাপ বিশিষ্ট এই মন্দিরের চারদিক থেকে ভেতরের দেবমূর্তি দেখা যায়।

মহামুনি বৌদ্ধ বিহার: রাউজান, চট্টগ্রাম

রাজবন বিহার: রাঙামাটি

রাজবন বিহার

- **রাজবন বিহার** বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৃহত্তম বিহার রাঙামাটি শহরের অদূরেই অবস্থিত। বনভান্তে এবং তার শিষ্যদের বসবাসের জন্য ভক্তকূল এই বিহারটি নির্মাণ করে দেন। **চাকমা রাজা দেবাশিষ রায়ের** তত্ত্বাবধানে রাজবন বিহার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। প্রতিবছর পূর্ণিমা তিথিতে রাজবন বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। **রাজবন বিহার বাংলাদেশের অন্যতম বৌদ্ধ তীর্থ স্থান।**

বিহার	অবস্থান
পন্ডিত বিহার, মহামুনি বিহার	চট্টগ্রাম
আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুর
রাজবন বিহার	রাঙ্গামাটি
জগদ্দল বিহার (নির্মাতা: রামপাল), হলুদ বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ
সীমা বিহার	রামু, কক্সবাজার
সীমাবুদ্ধ বিহার	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
ভাসু বিহার	বগুড়া
পন্ডিত বিহার (অতীশ দীপঙ্কর অধ্যাপনা করেন)	চট্টগ্রাম

Recap

মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরবর্তী?

- করতোয়া
- যমুনা
- বাংগালি
- তিস্তা